২৭	ব্যবস্থাপনা ফি	ভর্তি রেজিস্টেশন ও ফরম পূরণের প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রতি ৫০/- টাকা হারে (প্রশাসন ৩০% এবং বিভাগ ৭০%)	
২৮	আইসিটি ফি	২০/- টাকা	
২৯	বিজ্ঞান ক্লাব	২০/- টাকা	
৩০	বিবিধ	১০০/- টাকা	

তফসিল "খ"
(মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থ)

ক্রমিক	প্রাপ্তির খাত	সর্বোচ্চ আদায়ের হার	মন্তব্য
০১	অভ্যন্তরিণ পরীক্ষা	প্রতি বিষয়/প্রতিপত্রে ০৩ ঘন্টার জন্য ৩০/- টাকা	
০২	মুদ্রণ (প্রশ্নপত্র, বেতনকার্য, সিলেবাস, ব্যাজ, ডায়েরি, হাজিরা খাতা ইত্যাদি)	বার্ষিক ১৭৫/- টাকা	
০৩	টিফিন	মাসিক ৭৫/- টাকা	
০৪	ম্যাগাজিন	বার্ষিক ৬০/- টাকা	
০৫	ক্রীড়া (বহিঃ ক্রীড়া ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া)	বার্ষিক ১০০/- টাকা	
০৬	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/বিতর্ক ও বিভিন্ন দিবস উদযাপন	বার্ষিক ৭৫/- টাকা	
০৭	ধর্মীয় অনুষ্ঠান (মিলাদ, পুজা ইত্যাদি)	বার্ষিক ৭৫/- টাকা	
০৮	লাইব্রেরী	বার্ষিক ৪০/- টাকা	
০৯	কল্যাণ তহবিল/দরিদ্র তহবিল	বার্ষিক ২৫/- টাকা	
১০	কম্পিউটার	মাসিক ২০/- টাকা	
১১	কৃষি ও বাগান	বার্ষিক ৩০/- টাকা	
১২	ল্যাবরেটরী/গবেষণাগার	বার্ষিক ৪০/- টাকা	
১৩	রোভার স্কাউট/স্কাউট/গার্লস গাইড	বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে	
১৪	বিএনসিসি	বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে	
১৫	রেড ক্রিসেন্ট	বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে	
১৬	কমনরুম	বার্ষিক ৩০/- টাকা	
১৭	পরিচয়পত্র	বার্ষিক ৫০/- টাকা	
১৮	নিরাপত্তা/নৈশ প্রহরী/অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়	বার্ষিক ৩০/- টাকা	
১৯	নবীন বরণ/বিদায় সংবর্ধনা	বার্ষিক ১০০/- টাকা	
২০	মসজিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বার্ষিক ৫০/- টাকা	
২১	চিকিৎসা সেবা	বার্ষিক ২০/- টাকা	
২২	বিবিধ/আনুসংগিক	বার্ষিক ২০০/- টাকা	

তফসিল "গ"
(ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ)

ক্রমিক	প্রাপ্তির খাত	সর্বোচ্চ আদায়ের হার	মন্তব্য
০১	ভর্তি/পুনঃ ভর্তি	২০০/- টাকা	সরকারী ফান্ডে জমা হয়
০২	বেতন (প্রতি সেমিস্টার)	১২০০/- টাকা	সরকারী ফান্ডে জমা হয়
০৩	ল্যাবরেটরী জামানত	৬০০/- টাকা	ফেরত যোগ্য
০৪	লাইব্রেরী জামানত	৪০০/- টাকা	ফেরত যোগ্য

CS CamScanner

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৯০.১২ (অংশ-২).১৫৭ তারিখ : ২৫ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ০৯ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয় : ২০১৫ সালের নতুন বেতন স্কেল প্রবর্তিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বেসরকারি এম.পি.ও.ভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত এবং এম.পি.ও.বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কারিগরি) বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০১৫ সালের নতুন পে-স্কেল প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি এম.পি.ও.ভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত এবং এম.পি.ও.বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্বাভাবিক বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ অবস্থায় সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

১.১ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা জনবল কাঠামো অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোন শ্রেণি শাখা বৃদ্ধি করা যাবে না। শ্রেণি শাখার অনুমোদন না থাকলে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বৈধ হবে না। অনুমোদন ছাড়া নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট কোন বেতন বা ফি আদায় করা যাবে না;

১.২ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতাদি জনবল কাঠামোতে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে;

১.৩ এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি বেতন ভাতার অংশের বাইরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাড়তি ভাতা প্রদানে ইচ্ছুক হলে তার পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারিত হবে যেন, একজন শিক্ষকের মোট প্রাপ্তি কোনভাবেই একই স্কেলভুক্ত সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মোট প্রাপ্তির বেশি না হয়;

১.৪ একজন নন-এম.পি.ও শিক্ষকের বেতন ভাতার মোট পরিমাণ কোনভাবেই সমস্কেলের একজন এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি হবে না;

১.৫ উপর্যুক্ত ১.৩ ও ১.৪ অনুসারে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে বিদ্যমান হারে ফি আদায় করা হলে তার মোট হিসাব প্রদর্শনপূর্বক ঘাটতি/উদ্বৃত্ত (যদি থাকে) নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে তাদের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে বর্ধিত বেতন-ভাতা বৃদ্ধি নির্ধারণ করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন সর্বোচ্চ ৩০% এর বেশি বাড়ানো যাবে না। তাছাড়া সংস্থাপন ব্যয় বাবদ ভর্তি নীতিমালায় বর্ণিত সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি এর অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করা যাবে না;

১.৬ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় শুধু ঘাটতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত ঘাটতি মিটানোর জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় অর্থ ভর্তি ফি ও টিউশন ফি বৃদ্ধির মাধ্যমে আহরণের প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসহ অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক তা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন;

১.৭ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে তা যথাযথ প্রতীয়মান হলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)-এর নিকট উপস্থাপন করবেন;

১.৮ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) অনুমোদন করলে বিদ্যালয় ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর/-
(এ.কে.এম. জাকির হোসেন ভূঞা)
অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২)
ফোন : ৯৫১৪৪৮৫

বিতরণ :

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্র. ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/মাধ্যমিক/কারিগরি/মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
....
১৮. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল).......................
১৯. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ...

CS CamScanner